

مودودی صاحب اور ان کی تحریرات کے متعلق چند اہم مضامین
মওদুদী সাহেবের রচনাবলি প্রসঙ্গে
আকাবিরদের পর্যালোচনা

মওদুদী সাহেবের রচনাবলি প্রসঙ্গে আকাবিরদের পর্যালোচনা (দলীলভিত্তিক সংকলিত প্রবন্ধমালা)

নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান
আল্লামা শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী দা. বা.
আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।
মহাপরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা

মাওলানা হারুন আজিজী নদভী
মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান



দোকান নং ৬, ২য় তলা, কণ্ঠমী মার্কেট, ৬৫/১ প্যারীদাস রোড এবং
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মওদুদী সাহেবের রচনাবলি প্রসঙ্গে আকাবিরদের পর্যালোচনা
নির্দেশনা : আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী দা. বা.

সম্পাদনা :	মাওলানা হারুন আজিজী নদভী	প্রকাশকাল :	আগস্ট, ২০২৬।
	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান	কভার ডিজাইন :	সাজিদ মুহাম্মাদ
অনুবাদ :	টীম মহিউদ্দীন।	অনলাইন পরিবেশক-	রকমারি,
নিরীক্ষণ :	মুফতী আলতাফ মাহমুদ,	ওয়াফিলাইফ,	খিলাফাহ বুকশপ।
কারেকশন :	মাহারাত ল্যাভ।	ISBN-978-984-90567-8-2	
স্বত্ব :	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত		

খান প্রকাশনী

দোকান নং ৬, ২য় তলা, কওমী মার্কেট, ৬৫/১ প্যারীদাস রোড ১১ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭০৫০৬০০৭৭, ০১৭৯১১৫৬৩৭২, ০১৭৩৯৫৭৮৯১১
Email : ishak.khan40@gmail.com, www.facebook.com/ishak.khan40

মূল্য : ৬০০ (ছয়শত) টাকা মাত্র

Modudi Saheber Rochonaboli Proshonge Akabirder Porzalochona
Directed by : Allama Shah Muhibbullah Babunagri Da. Ba.
Pub By : Khan Prokashoni, Price : 600.00 TK, US \$: 8 DOLAR.
www.khanprokashoni.com

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের.....
.....
..... কে
‘মওদুদী সাহেবের রচনাবলি প্রসঙ্গে আকাবিরদের পর্যালোচনা’ বইটি উপহার
দিলাম।

উপহারদাতা

.....
.....

স্বাক্ষর

.....

তারিখ

.....

সূচীপত্র

পূর্বকথা	০১১
প্রকাশকের নিবেদন	০২১
মওদুদী সাহেবের কয়েকটি ইসলাম বিরোধী উক্তি	০২৪
বর্তমান জামায়াত নেতাদের নির্বাচন কেন্দ্রিক ঈমান বিধ্বংসী কয়েকটি	০২৮
মুখবন্ধ	০৩৪
আকাবির উন্মত্তের দৃষ্টিতে মওদুদী সাহেব	০৩৭
অভিমত	০৩৭
ভূমিকা	০৩৯
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর	০৪০
হযরত হাকীমুল উন্মত্ত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর	০৪১
হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী রহ. এর অভিমত	০৪১
আকাবিরে দেওবন্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত	০৪৩
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. এর	০৪৪
মাখদুমুল উলামা হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ রহ. এর অমীয়া বাণী	০৪৪
হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী -এর অভিমত	০৪৫
হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ. এর অভিমত	০৪৬
হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়্যব রহ. এর সুচিন্তিত অভিমত	০৪৯
ইতিহাস ও সুন্যাহর আলোকে মওদুদীবাদী আন্দোলন	০৪৯
ফিকহ ও তাসাউফের ক্ষেত্রে মওদুদী সাহেবের সীমাবদ্ধতা	০৫০
মওদুদী সাহেবের ফিকহী কিয়াস অগ্রহণযোগ্য	০৫০
‘হুকুমতে ইলাহিয়া’ একটি রাজনৈতিক শ্লোগান মাত্র	০৫১
হযরত মাওলানা মুফতী সাযিদ্দ মাহদী হাসান সাহেবের অভিমত	০৫৪
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত	০৫৫
সাহাবায়ে কিরামের ওপর মওদুদী সাহেবের চরম ভ্রান্ত	০৫৬
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিনুরী রহ. এর সুচিন্তিত অভিমত	০৫৮
নবুয়তের মাকামের ব্যাখ্যা	০৫৯
সায়্যিদুল আশিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআনুল কারীম ...	০৬০
মওদুদী সাহেবের সমালোচনার চরম পর্যায়	০৬৫
মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সা. -এর ব্যক্তিত্ব	০৬৬
সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আল্লাহর প্রশংসা এবং মওদুদী সাহেবের	০৭০

মওদুদী সাহেব কখনো নিজের ভুল স্বীকার করেন না.....	০৭২
মওদুদী সাহেবের খিয়ানত	০৭২
সাহাবায়ে কেরামের ওপর মওদুদী সাহেবের অপবাদ	০৭৩
ফেতনার সূচনা ও ভিত্তিমূলের কারণসমূহ.....	০৭৫
মওদুদী সাহেবের জীবনের পটভূমি.....	০৭৬
জামায়াতে ইসলামী থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার.....	০৭৮
মওদুদী সাহেবের ব্যক্তিত্ব বিকাশের আসল রহস্য	০৭৯
হযরত আল্লামা সাযিদ্ সুলাইমান নদভী রাহিমাহুল্লাহর সুচিন্তিত অভিমত ০৮২	
শাইখুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর অভিমত	০৮৩
হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. এর অভিমত	০৮৩
হযরত মাওলানা মানজুর নোমানীর সুচিন্তিত অভিমত	০৮৫
শিক্ষণীয় উপাখ্যান : জামায়াতে ইসলামী থেকে মোহমুক্তি ও পদত্যাগ	০৮৬
হযরত আল্লামা সাযিদ্ আবুল হাসান আলী নদভী -এর সুচিন্তিত অভিমত ০৯০	
মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী সাহেবের পর্যালোচনা	০৯০
মাওলানা আবদুল বারী নদভী (লক্ষ্ণৌ) -এর সুচিন্তিত অভিমত.....	০৯২
হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ রহ. এর সুচিন্তিত অভিমত	০৯৩
মওদুদী সাহেব এবং ইসলাম ধর্মসের পায়তারা	০৯৫
মিয়ারে হক নির্ধারণে ভুলে পতিত হওয়া	০৯৬
কোথায় পথ হারিয়ে ছুটছেন?	০৯৮
সত্যের মাপকাঠি (মিয়ারে হক).....	০৯৯
বরকতময় হাদীসসমূহ	১০২
বোঝা ও বোঝানোর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী	১০৪
হকপন্থিদের দল.....	১০৬
জামায়াতে ইসলামীর দাজ্জালিয়াত ও প্রতারণা.....	১০৬
ধর্মসাত্ত্বিক কার্যকলাপ.....	১০৭
আম্মিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামের অবমাননা	১০৯
কুরআন বিকৃতির ব্যাপারে মওদুদী সাহেবের আকীদা	১১০
‘মওদুদী সাহেব ও ইসলাম ধর্মসের পায়তারা’ গ্রন্থের পরিশিষ্ট	১১৩
শিয়া নেতাদের দৃষ্টিতে মওদুদী সাহেব.....	১১৫
মওদুদী সাহেব এবং মুতায়িলা মতবাদ.....	১১৬
‘হাদীস হলো বকওয়াস (আবোল-তাবোল কথা)’!	১১৭
আমরাও মানুষ, তারাও মানুষ!.....	১১৯
জামায়াতে ইসলামী ছাড়া সব পথই ভ্রান্ত	১২১

জামায়াতে ইসলামী কী চায়? কেবলই ধ্বংস ও বিনাশ!	১২১
মওদুদীর নিজস্ব মায়হাব.....	১২১
তাকলীদ গোনাহর চেয়েও জঘন্য!.....	১২৩
নতুন ইসলাম বিনির্মাণ.....	১২৩
আমীরের মর্যাদা.....	১২৩
তাকলীদ ও দাসত্বের মধ্যে পার্থক্য.....	১২৪
কৌশলগত নীতি.....	১২৫
১. মওদুদী সাহেব ও ইসলামের মূল ভিত্তি	১২৬
২. মওদুদী সাহেব ও দাড়ি.....	১২৬
৩. মওদুদী সাহেব ও যাকাত.....	১২৭
৪. মওদুদী সাহেব ও দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা	১২৭
৫. মওদুদী সাহেব ও মুতা বিয়ে	১২৮
৬. মওদুদী সাহেব ও দাজ্জাল	১২৯
৭. মওদুদী সাহেব ও তাকিয়া (গোপন নীতি)	১২৯
৮. মওদুদী সাহেব ও ইসলামের মারকাজ.....	১৩০
বিবেচনাযোগ্য বিষয়.....	১৩০
অনুসন্ধানযোগ্য বিষয়	১৩১
মওদুদী সাহেবের কাছে কেবল দু'টি প্রশ্ন.....	১৩১
লেখকের একটি বিশেষ ক্ষমাপ্রার্থনা	১৩৩
সাহাবায়ে কিরাম রা. এর সুমহান মর্যাদা ও কয়েকটি জরুরী সতর্কতা	১৩৭
‘মাকামে সাহাবা’ (সাহাবাদের মর্যাদা) গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত নির্যাস	১৩৭
সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু আনহুমের সুমহান মর্যাদা ও কয়েকটি জরুরী সতর্কতা	১৩৭
‘মাকামে সাহাবা’ (সাহাবাদের মর্যাদা) গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত নির্যাস	১৩৭
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আবু যুরআ ইরাকী (রহ.)-এর.....	১৩৮
আল্লামা হাফিজ ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর বক্তব্য	১৩৮
হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর আরেকটি বক্তব্য	১৩৮
আল্লামা হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.)-এর বক্তব্য	১৩৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর অমূল্য নির্দেশ	১৪০
হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর কঠোর অবস্থান.....	১৪০
শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর বক্তব্য	১৪১
হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুর সুদৃঢ় অবস্থান.....	১৪১
আল্লামা হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রহ.)-এর বক্তব্য.....	১৪১

কয়েকটি বরকতময় হাদীস.....	১৪১
একটি ভুল ধারণার অবসান.....	১৪৩
ধৃষ্টতাপূর্ণ কলমের একটি নমুনা.....	১৪৪
সমাজ সংস্কারের সুন্নাহ পদ্ধতি	১৪৪
রাসূলের সাহাবীদের সাথে মওদুদী সাহেবের প্রকাশ্য শত্রুতা	১৪৪
মওদুদী সাহেব কি সুন্নী নাকি রাফেজী?	১৪৪
মওদুদী সাহেব একজন 'বাদীপন্থের উকিল'.....	১৪৭
মওদুদী সাহেব! একটু হাশরের ময়দানের কথা ভাবুন!.....	১৪৮
কেবল বর্ণনাকারী বা সংকলক হওয়ার দাবি—একটি জঘন্য প্রতারণা.....	১৪৯
চাহিদা মতো পুরস্কারের ঘোষণা.....	১৪৯
মওদুদী সাহেবের জঘন্য খেয়ানত ও সাহাবী-বিদ্বেষ	১৫০
মওদুদী সাহেবের দুর্ভাগ্য	১৫১
মওদুদী সাহেবের প্রতি একটি বিনীত অনুরোধ.....	১৫১
মওদুদীবাদী ফেতনা সম্পর্কে আরও জানতে সহায়ক কয়েকটি বইয়ের.....	১৫১
মওদুদী জামায়াত ত্যাগকারী ও তাওবাকারী বুয়ুর্গদের শান.....	১৫৩
(১) হযরত মুআবিয়া রা. -এর প্রতি বিদ্বেষ.....	১৫৪
(২) সায্যিদুনা হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি বিদ্বেষ.....	১৫৪
(৩) হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা রা. -এর প্রতি মওদুদী সাহেবের বিদ্বেষ	১৫৭
(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারাহ রা. -এর প্রসঙ্গ	১৬১
বিজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিতে মওদুদী সাহেব	১৬৩
জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের জন্য চিন্তার খোরাক	১৬৫
মওদুদী সাহেবের গোমরাহির উনিশটি কারণ.....	১৬৭
উম্মতে মুসলিমার প্রতি সাহাবায়ে কিরাম প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ.....	১৮৬
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবাদের মর্যাদা : একটি সারসংক্ষেপ	১৮৮
সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে উম্মতের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত.....	১৮৮
প্রাচ্যবিদ ও নাস্তিকদের জবাব দিতে গিয়ে নিজেরাই ফাঁদে পা দিলেন	১৮৯
ইসলামে অভিযোগ ও আপত্তির ন্যায্যভিত্তিক নীতিমালা	১৮৯
কিছু মুসলিম লেখকের প্রতি আক্ষেপ.....	১৯০
সঠিক ও ন্যায্যভিত্তিক কর্মপন্থা : উম্মতে মুসলিমার জন্য নিরাপদ পথ	১৯২
সাহাবাদের দ্বন্দ্বের বিষয়ে কিছু মুসলিম লেখকের চরম পদস্থলন.....	১৯২
কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে ইতিহাসের অবস্থান.....	১৯৩
ঐতিহাসিক বর্ণনার দুর্বল দিক.....	১৯৩
হযরত হাসান বসরী রহ. -এর দিকনির্দেশনা.....	১৯৪

মুফতী আজম পাকিস্তানের দরদমাখা অন্তিম আবেদন.....	১৯৫
মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে আশ্বিয়ায়ে কিরাম আ. ও সাহাবায়ে কিরাম রা.	১৯৭
হযরত আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে.....	২০০
ইতিহাসের আড়ালে মওদুদী সাহেব.....	২০৪
জামায়াতে দেওবন্দের মাসলাক বা আদর্শ.....	২১১
বইয়ের তালিকা.....	২২৯
জরুরী ব্যাখ্যা.....	২৩৭
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থাবলি.....	২৩৮
ফেতনায়ে মওদুদিয়াত.....	২৩৯
ভূমিকা.....	২৪০
তাকরীজ (সম্মতিপত্র).....	২৫০
সূচনা.....	২৫২
মওদুদী সাহেবের মনগড়া তাফসীর (তাফসীর বির-রায়).....	২৬৩
মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে ইবাদতের ধারণা.....	২৬৭
ইবাদত বিষয়ক কয়েকটি নববী হাদীস.....	২৭১
মওদুদী সাহেবের ভাষায় হুকুমতে ইলাহিয়ার স্বরূপ.....	২৮০
নির্জনবাস ও একাকিত্ব.....	২৮৬
মওদুদী সাহেবের মতে ইবাদতের অবস্থান ও মর্যাদা.....	২৯০
হাদীস সম্পর্কে মওদুদী সাহেবের সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা.....	২৯৮
ভয়াবহ পরিণতি.....	৩০৮
মওদুদী সাহিত্যে দ্বীন ও ইবাদত নিয়ে উপহাস.....	৩১৭
দ্বীন ও ইবাদত সংক্রান্ত কয়েকটি কুরআনের আয়াত ও নববী হাদীস.....	৩১৮
ইমাম মাহদী রা. সম্পর্কে মওদুদী সাহেবের ‘গবেষণা’.....	৩২৩
ইমাম মাহদীর বেশভূষা প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস.....	৩২৪
বৈরাগ্যবাদী মূর্খতা.....	৩২৯
মওদুদী সাহেবের পক্ষ থেকে ইজতিহাদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জোরারোপ.....	৩৪৭
গ্রামে জুমার নামায আদায় প্রসঙ্গে মওদুদী সাহেবের গবেষণা.....	৩৫৭

পূর্বকথা

মুজাহিদে মিল্লাত আমিরে হেফাজত

আল্লামা শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী দা. বা.

মহাপরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলূম বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা মহান রাসুল আলামীনের জন্য, যিনি সৃষ্টি করেছেন জ্বিন-ইনসানসহ পৃথিবীর সবকিছু। সহস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্র ও অপরূপ সৌন্দর্যের আধার মহানবী, বিশ্বনবী ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পাক-পবিত্র পরিবারবর্গ ও পবিত্রাত্মা সাহাবীগণের উপরও।

আম্মা বাদ! ইসলামের শুরু যুগ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কিছু ফিতনা আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এখনো নিত্য-নতুন ফিতনার উদ্ভব ঘটছে। কিন্তু উম্মতের একটি হক্কানী দল যথাসময়ে সকল ফিতনার মুলোৎপাটনের জন্য তৈরী ছিলো। সাহাবা তাবেঈনদের যুগ থেকে এই পর্যন্ত যুগে যুগে অনেক ফিতনা জন্ম নিয়েছে এবং সাথে সাথে সময়ের হকপন্থি গুলামায়ে কেরাম তার মুলোৎপাটনও করেছেন।

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُخْبِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

অর্থ : “ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আল উযরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (কুরআন-হাদীসের) এই জ্ঞান বহনকারী একটি ন্যায়পরায়ণ হক্কানী দল কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। যারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অপবাদ এবং অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে দূর করবে।”

বিংশ শতাব্দিতে ভারত উপমহাদেশে বেশ কিছু ফিতনা জন্ম নিয়েছে। যেগুলো অতি চাতুরতার সাথে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করেছে এবং সঠিক অর্থ বিকৃতির অপচেষ্টা চালিয়েছে। এরা ইসলামের নাম ও পরিভাষা ব্যবহার করে সহজ-সরল মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস ও ঈমান-আমলকে ধ্বংস করণে যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং সামাজ্য ও রাষ্ট্রে যেভাবে ঢুকে পড়ছে, তা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে খুবই আশঙ্কাজনক। এদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে দেশের সাধারণ শিক্ষিত এবং নিরক্ষর মুসলিম সমাজ। ইসলামের বাস্তব শিক্ষা বা প্রয়োজনীয় দ্বীন জ্ঞান না থাকার কারণে সহজ সরল মুসলমানগণ সহজেই এদের ফাঁদে পা দিয়ে ঈমান ও দ্বীনহারা হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো কাদিয়ানী, বাহায়ী, মাজারপূজারী, শিয়া মতবাদ, হিব্বুত তাওহীদ এবং মওদুদীবাদের ফিতনা ইত্যাদি।

‘মওদুদীবাদ’ তথা ‘জামায়াতে ইসলামী’র ফিতনা বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। তারা আল্লাহ তা‘আলার ওহী কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীদের ঐক্যমত তথা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার বেশকিছু বিষয় সরাসরি অস্বীকার করেছে। নবীগণ, সাহাবায়ে কেরাম, ওলামায়ে সালাফ সম্পর্কে তারা যে ভ্রান্ত ধারণা দিচ্ছে, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ের যে ভুল ব্যাখ্যা মানুষের সামনে পেশ করেছে এবং এমন এমন কথা বলছে যদ্বারা সাধারণ মানুষ ঈমানহারা হয়ে যাওয়া খুবই সহজ।

ইসলাম নিয়ে মওদুদী সাহেবের ভুল ব্যাখ্যা ও মনগড়া বিশ্লেষণের বিষয়টি মওদুদী পর্যন্ত সীমিত থাকলে উলামায়ে কেরামের তেমন বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু যখন তিনি নিজ গবেষণার ফসলগুলো ‘জামায়াতে ইসলামী’ নামে একটি দল গঠনের মাধ্যমে উম্মতের মাঝে ছড়ানোর প্রয়াস পেয়েছেন তখন শরয়ী মূলনীতির আলোকে তার চিন্তাধারাকে যাচাই বাছাই করে উম্মতের সামনে পেশ করা দক্ষ, পরিপক্ক, মুত্তাকী ও সচেতন ওলামাদের দায়িত্ব হয়ে যায়।

এই পরিশ্রমিতে উপমহাদেশের খ্যাতনামা উলামাদের প্রায় সকলেই মওদুদী সাহেবের চিন্তা ধারায় যে সব মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ধরা

পড়েছে প্রথমে তা মওদুদী ও তার প্রতিষ্ঠিত ‘জামায়াতে ইসলামী’র নেতৃবর্গকে বিভিন্নভাবে অবহিত করে সেগুলো প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বলেছেন। কিন্তু দেখা গেল যে, মওদুদী বা তার জামায়াতের নেতৃবর্গ তা প্রত্যাহার করার পরিবর্তে বাড়তি কিছু বিভ্রান্তি যোগ করে ক্রমাগত তা প্রতিষ্ঠা করতেই চেষ্টা করেছেন।

তখন মুসলিম জনসাধারণকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর স্বার্থে ওলামায়ে কেরাম মওদুদী সাহেবের মৌলিক ভুলগুলো সুদৃঢ় প্রমাণসহ মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি মওদুদী সাহেবের প্রাথমিক পর্যায়ের তুলনামূলক ভ্রান্তিমুক্ত রচনা-প্রবন্ধ ইত্যাদি দেখে যেসব বিদ্বৎ ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠালগ্নে মওদুদীর সঙ্গে জামায়াতের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহে অধিষ্ঠিত হয়ে মওদুদী সাহেবকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতঃপর মওদুদী সাহেবকে ক্রমশঃ ভুলপথে চলতে দেখে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরাও একে একে পকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জামায়াত থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ জামায়াতের পতিষ্ঠাতা নায়েবে আমীর মাওলানা মনজুর নো‘মানী, সেক্রেটারী জনাব কমরুদ্দীন (এম, এ) বেনারসী। মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ, মাওলানা আমীন আহসান এসলাহী, বিশ্ব বরেণ্য দাঈয়ে ইসলাম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও জামায়াতের অন্যতম রুকন ও মওদুদী সাহেবের জন্যে নিবেদিত প্রাণ ডক্টর ইসরার আহমাদ প্রমুখসহ প্রথম সারির প্রায় আরো সত্তর জন নেতৃবর্গ।^২

জামায়াতে ইসলামী একটি ভদ্র দল। তারা প্রত্যেকে মওদুদীর চিন্তাধারাকে মনেপ্রাণে লালন করে থাকে। তাদের ইসলাম হলো মওদুদীর ইসলাম। আর আমাদের ইসলাম হলো মদীনার ইসলাম। মওদুদীর ইসলাম করলে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তারা মদীনার ইসলাম চায় না, বরং মওদুদীর ইসলাম পতিষ্ঠা করতে চায় এবং মওদুদীর ভুল-ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসতে চায় না। এটা শুধু আমি বলছি না, বরং পাক-ভারত ও বাংলাদেশের সকল মুরুব্বিরাই বলে গেছেন।

^২ মাওঃ মনযুর নো‘মানী লিখিত “মওদুদী সাহেবের সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত।”

আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. থেকে নিজের কানে শুনেছি এবং তা আমার অন্তরে গেঁথে রেখেছি। তিনি বলেছেন: ‘আমি জামায়াতে ইসলামীকে সকল ভ্রান্ত ফেরকার মধ্যে নিকৃষ্ট, এমনকি কাদিয়ানী সম্প্রদায় থেকেও নিকৃষ্ট মনে করি। কেননা তাদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে, কাদিয়ানীদের দ্বারাও সে ক্ষতি হয়নি।’

যুগে যুগে হক্কানী ওলামায়ে কিরাম তাদের বক্তব্য, লেখনী ও নানা মাধ্যমে মওদুদীর গোমরাহী সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা “মওদুদী সাহেবের রচনাবলী প্রসঙ্গে আকাবিরদের পর্যালোচনা” নামক বইটি প্রকাশ করতে মর্জি করলাম। উর্দু ভাষায় লিখিত এই বইয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবুল আ’লা মওদুদীর বিকৃতি ও বিভ্রান্তিগুলোর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যাতে রয়েছে আকাবিরে উম্মতের মধ্য থেকে হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরফ আলী খানবী রহ, হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ, হযরত মাওলানা মুফতি কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী রহ, হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ, হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ, হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী রহ, হযরত আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী রহ, হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ, হযরত মাওলানা মনজুর নোমানী রহ, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী রহ প্রমুখ বিজ্ঞ আলেম উলামাদের ন্যায় ভিত্তিক রায়, অভিমত ও গভীর পর্যালোচনা।

মূলতঃ জামায়াতে ইসলামী তথা মওদুদীবাদের সাথে আমাদের বিরোধ বেশকিছু ঈমান কেন্দ্রিক আকীদাগত বিষয়ে। যেমন ইসমতে আশ্বিয়া, মিয়ারে হ্রক ইত্যাদি।

নবী-রাসূলদের নিষ্পাপতার বিষয়ে মাওলানা মওদুদী বলেন- “আল্লাহ প্রত্যেক নবী থেকেই কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দুএকটা গোনাহ ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ

নবীদেরকে খোদা মনে করে না বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারো”^৩

অন্যত্র তিনি বলেন- “বস্তুত নবীগণ মানুষই হয়ে থাকেন এবং কোন মানুষই মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাপকাঠি বা আদর্শ হিসেবে অবিচল থাকতে পারে না। প্রায়শই মানবীয় নাজুক মুহূর্তে নবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানুষও কিছুক্ষণের জন্য মানবিক দুর্বলতার সামনে পরাভূত হয়ে যান।”^৪

আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে এই ধরনের আকীদা তাঁদের শানে শুধুমাত্র ধৃষ্টতাই নয়, বরং তাঁদের আনীত দ্বীনের উপর সন্দেহের বীজ বপন করার নামান্তর। এধরণের ধারণা বা সন্দেহ আল্লাহর দ্বীনের সত্যতা ও অকাট্যতার উপর কুঠারঘাত নয় কি?

শুধু এতটুকুই নয়, এছাড়াও তিনি তার তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নবী সম্পর্কে এমন সমালোচনা করেছেন, যেগুলো ধর্মপ্রাণ খোদাভীরু মানুষের অন্তরে রক্তক্ষরণ হবে।

হযরত আদম আ: সম্পর্কে বলেছেন: “হযরত আদম (আ:) মানবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি শয়তানী প্রলোভন হতে সৃষ্ট তড়িৎ জয়বায় আত্মভোলা হয়ে নিজ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেন। ফলে আনুগত্যের উচ্চ শিখর হতে নাক্ষরমণীর অতল গহ্বরে গিয়ে পড়েন।”^৫

হযরত নূহ আ: সম্পর্কে বলেছেন: “হযরত নূহ আলাইহিস সালাম চিন্তাধারার দিক থেকে দ্বীনের চাহিদা হতে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে জাহিলিয়াতের জয়বা স্থান পেয়েছিল।”^৬

হযরত ইব্রাহীম আ: সম্পর্কে বলেছেন: “এখানে আরেকটি প্রশ্নের উদ্বেক হয় যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন নক্ষত্র দেখে বলেছিলেন, এটা আমার প্রতিপালক এবং চন্দ্র-সূর্য দেখে এগুলোকেও নিজের প্রতিপালক

^৩ নির্বাচিত রচনাবলী: ২য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।

^৪ তাফহীমুল কুরআন: ২য় খন্ড, ৩৪৩-৩৪৪ পৃষ্ঠা উর্দু।

^৫ তাফহীমুল কুরআন (উর্দু): ৩য় খন্ড, ১২৩ পৃ. (নাউয়ু বিল্লাহ।

^৬ তাফহীমুল কুরআন: ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃ. ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং) (নাউয়ু বিল্লাহ।

হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন, তখন সাময়িকভাবে হলেও কি তিনি শিরকে নিপতিত হননি?”^৭ (নাউয়ু বিল্লাহ)

হযরত দাউদ আ: সম্পর্কে বলেছেন: “হযরত দাউদ আ: যে কাজটি করেছিলেন তাতে প্রবৃত্তির কামনার কিছু দখল ছিল, শাসন ক্ষমতার অসঙ্গত ব্যবহারের সাথেও তার কিছু সম্পর্ক ছিল এবং তা এমন কাজ ছিল যা কোন ন্যায়-নিষ্ঠ শাসকের জন্য শোভনীয় ছিল না।”^৮

অন্যত্র বলেন- “হযরত দাউদ (আ:) তার যুগের ইসরাইলী সমাজের সাধারণ প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে উরিয়্যার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেন।”^৯ নাউজুবিল্লাহ।

হযরত ইউনুস আ: সম্পর্কে বলেন: “হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত তিনি ধৈর্যহারা হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আপন স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।”^{১০}

হযরত ইউসুফ আ: সম্পর্কে বলেন: “আমাকে মিসরের রাজকোষের পরিচালক নিয়োগ করুন- এ কথাটি বলে শুধু অর্থমন্ত্রী হওয়ার জন্যই প্রার্থনা করেন নি। কারো কারো ধারণা বরং তিনি এ বলে ‘ডিক্টেটরশীপ’ই চেয়েছিলেন মৌলিকভাবে। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান ইতালীর মুসোলিনীর যে অবস্থা তিনিও এর কাছাকাছি অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন।”^{১১}

^৭ তাফহিমুল কোরআন, ১ম খন্ড, ৫৫৮।

^৮ তাফহীমুল কুরআন-১৩/৯৫, আধুনিক প্রকাশনী, ১১শ প্রকাশ।

^৯ তাফহিমুল কোরআন -উর্দু: ৪র্থ খন্ড, সূরা সাদ, ৩২৭ পৃ. ১ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৬ইং।

^{১০} তাফহিমুল কোরআন: ২য় খন্ড, সূরা ইউনুস (টীকা দ্রষ্টব্য) ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ ইং।

^{১১} তাফহীমাত: ২য় খন্ড, ১২২ পৃ, ৫ম সংস্করণ এবং নির্বাচিত রচনাবলী (বাংলা) ২য় খন্ড, ১৫১ পৃ, আধুনিক পকাশনী, ১ম সংস্করণ ১৯৯১ইং।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন:

“মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি মানবিক দুর্বলতার বশীভূত হয়ে গুনাহ করেছিলেন।”^{১২}

অন্যত্র বলেন- “আল্লাহ তা’আলার নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিংবা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।”^{১৩}

অন্যত্র বলেন- “আপনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে থাকুন। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে আপনি এতবড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাঁর কাছে এ মর্মে দু’আ করুন যে, এই বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন।”^{১৪}

পাঠকবৃন্দ! একটু ভেবে দেখুন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মওদুদী সাহেব সূরা নাসর -এর তাফসীর করতে গিয়ে যে কথাটি বললেন, তাকে যদি আমরা সত্য বলে ধরে নেই, তাহলে দ্বীনের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ হয়ত তাঁকে কি কি ভুল হয়েছে বা কোথায় কোথায় ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বলতে হবে। নয়তো সব ধর্মীয় বিষয়গুলো শুবা-সন্দেহের আওতায় চলে আসবে। ফলে বিশ্বস্ত দ্বীন বলতে আর কিছুই বাকী থাকবে না। এটাইতো বিধর্মীরা চায়। এছাড়া আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাও অর্থহীন হয়ে যাবে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, কোনো নবী বা রাসূল রিসালাত বা নুবুওয়াতের দায়িত্ব আদায়ে ভুল-ত্রুটি কিংবা অবহেলা করতে পারেন না। রিসালাত ও নুবুওয়াতের বিষয়ে নবী-রাসূলদের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি।

^{১২} তরজমানুল কোরআন ৮৫ তম সংখ্যা, ২৩০পৃ. ও তরজমানুস সুন্নাহ, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

^{১৩} তাফহিমুল কোরআন: ১৯/২৮০, কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা: ১১২।

^{১৪} তাফহীমুল কুরআন: খন্ড, ৩০, পৃ: ২৮৭, ২৩০। [নাউজ্বুল্লাহ]

মুফতীয়ে আজম মুফতী শফী সাহেব রহ. বলেন, নবীদের কেউই রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ে কখনো ত্রুটি করতে পারেন না। কারণ, নবী-রাসূলগণের জন্য এর চাইতে বড় কোনো গুনাহ আর কিছু হতেই পারে না যে, যে দায়িত্বের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন, তাঁরা নিজেরাই তাতে ত্রুটি করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খিয়ানত, যা সাধারণ শালীনতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ মাসূম (নিষ্পাপ) না হবেন, তবে অন্যান্য গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ!^{১৫}

এমনিভাবে মওদুদী সাহেব সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছেন। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারে হারাম। যাদের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ নিজের সম্ভৃতির ঘোষণা দিয়েছেন এবং দুনিয়াতেই জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদের সমালোচনা করা, দোষ-ত্রুটি ধরা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

কুরআন-হাদীসের আলোকে সন্দেহাতীতভাবেই এ কথা বলা যায় যে, সকল সাহাবায়ে কিরাম সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বস্বীকৃত আক্বীদা হলো- সাহাবায়ে কিরাম সমালোচনার উর্ধ্বে। তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হারাম ও কবির গুনাহ।^{১৬}

কিন্তু মওদুদী সাহেব সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা শুধু জায়েযই মনে করেন না, বরং জরুরী মনে করেন। তিনি শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি বরং সাহাবায়ে কিরামের প্রতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদও আরোপ করেছেন। কখনো কখনো তাঁদেরকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা সাহাবায়ে কিরামকে যেখানে ঈমান তথা সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি বানিয়েছেন সেখানে মওদুদী সাহেব তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি মানতে রাজি নন। তিনি বলেন- “সাহাবায়ে কিরাম সমালোচনার উর্ধ্বে নন। তাদের দোষ বর্ণনা করা যায়। সাহাবাদের সম্মান করার জন্য যদি এটা জরুরী মনে করা হয় যে, কোনভাবেই তাদের দোষ বর্ণনা করা যাবে না

^{১৫} মাআরিফুল কুরআন, সূরা ইউনুস-আয়াত: ৯৮।

^{১৬} শরহুল আকায়েদ পৃষ্ঠা ৩৫২।

তবে আমার (মওদুদী) দৃষ্টিতে এটা সম্মান নয়, বরং মূর্তি পূজা। যার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যেই জামাতে ইসলামীর জন্ম।”^{১৭}

তিনি ‘দস্তুরে জামাতে ইসলামী’ বইয়ে বলেন- “রাসূলে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না এবং সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না। কারো অন্ধ গোলামীতে লিপ্ত হবে না। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি বলে জানবে না এবং তাদের অনুসরণ করবে না।”^{১৮}

এমনিভাবে তিনি হাদীস রাসূলের ব্যাপারেও খুব খারাপ ধারণা ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করেন। তাছাড়া তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং দ্বীনের ভিত্তি নামায, রোযা, হজ, যাকাত, প্রভৃতি ইবাদাতকে জিহাদের জন্য ট্রেনিং কোর্স বলেছেন।^{১৯}

এভাবে মওদুদীর ভুল-ভ্রান্তির ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেক লম্বা লেখা লিখতে হবে। আপনারা এই বইয়ে তার ভুল-ভ্রান্তির বিস্তারিত বর্ণনা পাবেন। মোটকথা, তিনি ইসলামের এমন এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা সাহাবা তাবৈঈন এর জামানা থেকে এই পর্যন্ত চৌদ্দশত বছরের কোন হক্কানী আলেম-উলামার মতের সাথে মিলে না।

ইদানিং জামায়াতে ইসলামীর কিছু লোকেরা ঐক্যের ধ্বজাধারী হতে চান, তাদের উচিত প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেওয়া যে- মওদুদী সাহেব জমহুর আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে যা কিছু লিখেছেন এবং আশ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, ও মুজাদ্দিদিনে উম্মত রাহিমাহুল্লাহর শানে যে সব অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল এবং মওদুদীর বদ আকীদা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যদি তারা এটুকু সাহস দেখাতে পারেন, তবে আজই আমাদের মাঝে কাক্ষিকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং তাদের সাথে আমাদের আর কোনো বিরোধ থাকবে না। তখন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনের কাজ করতে পারব।

^{১৭} তরজুমানুল কুরআন ৩৫শ সখ্যা, পৃষ্ঠা ৩২৭।

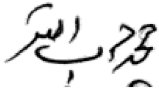
^{১৮} দস্তুরে জামাতে ইসলামী, ৬, ৭।

^{১৯} তাফহীমাত: ১/২৯ উর্দু।

পরিশেষে বলতে চাই, জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। আর আমি যেহেতু কোনো দল করি না, তাই দলগত শত্রুতাও নেই। তবুও শুধুমাত্র দ্বীনের খাতিরে বলতে বাধ্য হলাম। যদি এর দ্বারা মওদুদীর ভ্রাতৃ আকীদার বিষয়ে কোনো ভাইয়ের চোখ খুলে যায় এবং বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সহী আকীদার দিকে ফিরে আসে সেটাই হবে আমাদের বড় কামিয়াবী।

আশা করি, আপনারা বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে মওদুদীর ভ্রাতৃ আকীদা সম্পর্কে আকাবিরে উম্মতের রায় জানতে সক্ষম হবেন এবং তাঁরা এসব ভ্রান্তি থেকে কিভাবে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন তাও জানতে পারবেন। তবে সত্য জানার পর মানা, না মানা আপনাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা ও প্রচারক সবাইকে কবুল করতঃ তাদের জন্য নাজাতের উসীলা করেন। আমীন। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।



(আল্লামা) মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী

আমীর, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও

মহাপরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া বাবুনগর।

৭ ই জুলাই, ২০২৬ ইং

প্রকাশকের কৈফিয়ত ও নিবেদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য- যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবীর ওপর, যাঁর পরে আর কোনো নবী নেই।

আমাদের ছাত্র জমানায় জনাব মওদুদী সাহেব (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)- এর চিন্তাধারা, ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বই পুস্তক বাজারে পাওয়া যেতো। নিয়মিত বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মজলিস ও সেমিনারে আলোচনা, পর্যালোচনা করা হতো। আমরা মনে করতাম— এ বিষয়ে এতো বেশি আলোচনা করাটা মনে হয় অপ্রয়োজনীয়।

এরপর বিগত স্বৈরাচারের আমলে সকল ইসলামী ঘরানার মতো জামাতে ইসলামীর ভাইদের উপরও অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রোলার চলতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের হকপন্থী উলামায়ে কিরাম তাদের প্রতি সহানুভূতিবশত তাদের মতাদর্শের পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকেন এবং তাদের আদর্শিক সমালোচনার বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে এ বিষয়ে লেখালেখি, আলোচনা- পর্যালোচনা, এমনকি ঘরোয়া পরিবেশে এর ভালো-মন্দ চর্চাও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

বিগত ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী সময়ে ভিনদেশি আধিপত্যবাদীদের নানা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এদেশের প্রকৃত দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থীদের উপর জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়েছে। পাশ্চাত্যবাদ ও হিন্দুত্ববাদের মদদপুষ্ট প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, বিডি নিউজ ২৪.কম, একান্তর টিভি ইত্যাদি মিডিয়াগুলো দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থীদের গুম-হত্যার বৈধতা দিতে নিয়মিত মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ট্যাগ দিয়ে ধারাবাহিক ন্যারেটিভ তৈরী করেছে। সেই আলোকে সাম্রাজ্যবাদীদের পা চাটা গোলাম ফ্যাসিবাদী সরকার অর্থ ও ক্ষমতার লোভে রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে যৌথভাবে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে খুন-হত্যা, ক্রসফায়ার ও গুম করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাবন্দী করেছে।

সেই সময়ে যাদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে এই নিপীড়নের খড়গ নেমে এসেছিলো তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির অন্যতম। এজন্য আওয়ামী জাহেলিয়াতের পুরো সময়ে উলামায়ে কিরাম, তাওহীদপন্থী জনতা, দ্বীনের দাঁড়

সকলে সর্বাঙ্গিকভাবে জামায়াত-শিবিরের ভাইদের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন। এমনকি ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে জামায়াত-শিবির নির্মূল করার গোপন টার্গেট এবং ইসলাম বিদ্বেষী শাহবাগীদের গভীর ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়েছিলো “হেফাজতে ইসলাম।” সারাদেশের প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ কওমী উলামা-তোলাবা ও মুসলিম জনতা হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে রাজধানীর শাপলা চত্বরে ঐতিহাসিক ৫ই মে মহাসম্মেলনে সমবেত হন। সেদিন নবীপ্রেমিক হাজারো জনতা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রাম-বাম, শাহবাগী ও লীগের যৌথ প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে স্বৈরশাসক আওয়ামীলীগ পতনের পর দেখা গেলো, এক সময়ের সেই মাজলুম জামায়াত-শিবির ভাইদের কেউ কেউ এবার জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। বিগত ১৫ বছর যেই কওমী উলামা-তোলাবারা তাদেরকে বুকে আগলে রেখেছিলেন, এবার তারা সেই আলিমদের -কোনো ভিন্নমতের কারণে- মারাত্মক গালি-গালাজ আর বিষোদ্যার শুরু করলেন। মওদুদী সাহেবের মারাত্মক বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির সমালোচনা করায় আমীরে হেফাজত থেকে বাইতুল মুকাররমের খতীব পর্যন্ত কেউ বাদ গেলো না তাদের আক্রমণ থেকে।

এর চাইতেও মারাত্মক যেই কাজটি তারা শুরু করলো তা হলো, ফ্যাসিবাদের সময়ে চিহ্নিত রাম-বাম ও সাম্রাজ্যবাদী গোলাম মিডিয়াগুলো যেই জঙ্গি ন্যারেটিভ নির্মাণ করে জামায়াত-শিবিরের শত শত লোককে হত্যাযোগ্য করে তুলেছিলো এবার তারাও সেই একই ব্যবসায় মিডিয়া নামক কিছু ভাঙাড়ি দোকান খুলে বসলো। জামায়াতের ভুইফোর কিছু মিডিয়া সারাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা— যারা কালিমার পতাকাকে ভালোবাসেন— তাদেরকে নির্দিষ্ট কয়েকটি দলের ট্যাগ দিয়ে নতুন জঙ্গি নাটক তৈরীর করার অপচেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, এভাবে যেই ঘৃণ্য পথে তারা পা বাড়িয়েছে তা তাদের দিকেই ফিরে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে জামায়াত-শিবির দেশের গণমানুষ, ইসলামী জনসাধারণ বিশেষতঃ উলামা-তোলাবাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সামনে যখন তারা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হবে তখন তাদের কাউকেই কিন্তু আর তারা আগের মতো পাশে পাবে না।

অথচ তারা চাইলেই ইসলামপন্থী, তাওহীদী প্রজন্মের সাথে কোনো বিবাদে না জড়িয়ে নিজেদের মতো থাকতে পারতেন। সর্বজনমান্য উলামায়ে কিরামের কাছে গিয়ে নিজেদের অতীত ভুল আর জনাব মওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত ও বিকৃত বিষয়গুলো পরিত্যাগ ও বর্জন করার ঘোষণা দিলে তারা ই বেশি উপকৃত হতেন। গত নির্বাচনের আগে জামাতের আমীর যদি আমীরে হেফাজতের কাছে চট্টগ্রাম, বাবুনগর এসে সাক্ষাত করে ক্ষমা ও সহযোগিতা চাইতেন তাহলে হয়তো গত নির্বাচনের ফলাফলই ভিন্ন হতো।

কিন্তু না, তারা যাবেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর মার্কিনীদের কাছে। তারা জড়িয়ে ধরবেন সাদা চামড়ার ক্রসেডারদেরকে আর শত্রু বানাবেন খালেস ইসলাম ও শরীয়াহ প্রত্যাশী মুসলিমদেরকে। তাদেরকে হত্যাযোগ্য করে তুলবেন যারা গণতন্ত্রের মতো কুফুরী জীবন ব্যবস্থাকে মানে না। যদি এমনটিই চলতে থাকে, তবে সামনের দিনগুলোতে তাদের জন্য আরো বড় আফসোস আর দুঃখের সময় অপেক্ষা করছে।

ইদানিং তাদের মদদপুষ্ট কিছু নবীন আলেম জনাব মওদুদী সাহেব (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)-এর বিকৃত আক্বীদা, ‘তার লেখালেখি ও চিন্তাধারা নিয়ে খুব বেশি গবেষণা করা দরকার’ বলে অনলাইন জুড়ে আলোচনা ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং নতুন করে তা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরাম ও শীর্ষ মুরব্বীদের দিকনির্দেশনায় আমরাও আবার মওদুদী সাহেবের বিকৃত আক্বীদা ও তথাকথিত গবেষণাপত্রগুলো খুলে দেখতে শুরু করলাম। কিন্তু যা দেখলাম, তা যে কোনো সত্যনিষ্ঠ মুমিন-মুসলিমের আঁতকে ওঠার জন্য যথেষ্ট।

উপরে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খ, উস্তাযুল আসাতিজা, আমীরে হেফাজত আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী দা. বা. ভূমিকায় কিছু রেফারেন্স ভিত্তিক পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন। মওদুদী সাহেবের আরো কিছু মারাত্মক কথা ও বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের কিছু উক্তি মুহতারাম প্রিয় ভাই মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক এর “জামাত-শিবির-মওদুদীবাদ” বই থেকে সংক্ষেপে রেফারেন্সসহ উল্লেখ করছি। যার দ্বারা জনাব মওদুদী সাহেবের আক্বীদা ও চিন্তা যে কিছু বিষয়ে কত মারাত্মক তা আশা করি বুঝতে সহজ হবে।

²⁴ খেলাফত ও রাজতন্ত্র: ১৪৭।

অর্থ: “আরবে যখন কুরআন পেশ করা হয়, তখন প্রত্যেকেই জানতো, ইলাহ অর্থ কি, রব কাকে বলা হয়। কারণ, তাদের কথাবার্তায় এ শব্দদ্বয় পূর্ব হতে প্রচলিত ছিল। তারা জানত, এ শব্দগুলোর অর্থ কী, কী এর তাৎপর্য। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পরে।”^{২৫}

پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جائیگی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بلکہ اسکی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی۔ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں) ۱۰

অর্থ: “এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা; বরং তার সত্যিকার মর্মটিই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।”^{২৬}

اب ظاہر یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لئے ان چاروں (اللہ، رب، دین، عبادت) اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے، اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ اللہ اور رب کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی کیا تعریف ہے؟ اور دین کس کو کہتے ہیں؟ تو دراصل اس کے لئے پورا قرآن بے معنی ہو جائیگا۔ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ہے)

অর্থ: “এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের শিক্ষা অনুধাবন করার জন্য পরিভাষা চতুর্থাংশের (ইলাহ, রব, দীন, ইবাদত) সঠিক ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করা একান্ত অপরিহার্য। কোন ব্যক্তি যদি তা না জানে যে, ইলাহ ও রব শব্দের অর্থ কী? ইবাদতের সংজ্ঞা কী, দীন কাকে বলে? তবে তার কাছে সম্পূর্ণ কুরআনই অর্থহীন হয়ে পড়বে।”^{২৭}

৭. কুরআন বোঝার জন্য কোনো তাফসীরের প্রয়োজন নেই- নাউযুবিল্লাহ

قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے، جس نے قرآن کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہو اور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ (تقیقات ۲۹۱)

অর্থ: “কুরআনের জন্য কোনো তাফসীরের প্রয়োজন নেই। এমন একজন উঁচু স্তরের অধ্যাপকই যথেষ্ট, যিনি গভীর দৃষ্টিতে কুরআন পড়েছেন; যিনি আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন পড়া ও বোঝানোর যোগ্যতা রাখেন।”^{২৮}

^{২৫} কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃষ্ঠা: ১১। আধুনিক প্রকাশনী। মুদ্রণ: ২০০২ ই.।

^{২৬} কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহে, পৃ. ১০।

^{২৭} কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহে, পৃষ্ঠা ৭।

^{২৮} তানকীহাত, পৃষ্ঠা: ২৯১।

অর্থ: “এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই ইসলামে নামায, রোযা, যাকাত ও হজের মতো ইবাদতগুলো ফরজ করা হয়েছে। এগুলোকে ইবাদত বলার অর্থ এ নয় যে, এগুলোই ইবাদত। বরং এর অর্থ হলো, এগুলো মূল ইবাদতের জন্যে ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে। এগুলো হচ্ছে তার জন্যে ট্রেনিং কোর্স।”³²

বর্তমান জামায়াত নেতাদের নির্বাচন কেন্দ্রিক ঈমান বিধ্বংসী কয়েকটি কথা-

১. “জামায়াত আমীর বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবেন না।” -পার্থা দাশ (১৪ জানুয়ারি ২০২৬ ই.)

২. “আমরা কবে কোথায় বলেছি, জিতলে আমরা বাংলাদেশে শরীয়া আইন আনবো?” -ডা. আবদুল্লাহ মো. তাহের (বিবিসি বাংলার সাক্ষাৎকার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২৫ ই.)

৩. “আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মূলপর্ব শুরু হতে যাচ্ছে। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও আমার নিজের পক্ষ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।” -ডা. শফিকুর রহমান (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ই.)

৪. “বহু মহিলা এসেছেন তার প্রয়োজনের কথা বলতে। তার পোশাক ইসলাম যেটুকু শালীনতার প্রত্যাশা করে, ওরকম না। তিনি এসেছেন তার মতো পোশাক পরে। এমন কোনো এভিডেন্স নাই যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে, মা, আগে আপনি যান। শালীন পোশাক পরে আসুন। তিনি কখনই বলেন নাই। নেভার।” -আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান (‘হ্যালো আওয়ার লিডার’ অনুষ্ঠান। জানুয়ারী ২৬ই.)

৫. “হরি কৃষ্ণ হরি বোল, দাঁড়ি পাল্লা টেনে তোল।” -কৃষ্ণ নন্দী (খুলনা-১ আসনে জামায়াত মনোনীত হিন্দু প্রার্থী)

কৃষ্ণ হলো বৈষ্ণব ধর্মের ভগবান। সে তার হিন্দু-মুসলিম অনুসারীদের নিয়ে প্রার্থনা করছে যে, ‘হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জামায়াতকে বিজয়ী করো।’

৬. “রোজা এবং পূজা মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।” ‘আপনার সন্তানের নাম রাখেন বিষ্ণু। আপনার সন্তানের নাম রাখেন কৃষ্ণ। আমার সন্তানের নাম রাখি মোহাম্মদ। আমার ভাইয়ের সন্তানের নাম রাখি মুসা। আমার ভাইয়ের সন্তানের নাম রাখি ঈসা। আমার ভাইয়ের সন্তানের নাম রাখি আইয়ুব। আর আপনি বিষ্ণু

³² ইসলামী ইবাদাত, পৃষ্ঠা ১৪।

আর কিছু রাখেন কেন? কারণ, এই বিষ্ণু আর কৃষ্ণ, এই মোহাম্মদ, এই মুসা, এই ঈসা আমাদের সামনে ন্যায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক।” -শিশির মনির (সুনামগঞ্জ-২ আসনে প্রার্থী)

৭. “এইবার জামায়াতকে ভোট না দিলে আপনার ঈমান থাকবে না।” -ড. হিফজুর রহমান (তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ও জামায়াত নেতা)

৮. “আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জামায়াতকে ক্ষমতা দিবেন।” -শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রাম মহানগরীর সাবেক আমির ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিসদ সদস্য।)

৯. “জামায়াতে ইসলাম করাটা আপনার-আমার নৈতিক দায়িত্ব। কী জন্যে? যদি আপনি জান্নাতে যেতে চান। আর জান্নাতে যেতে না চাইলে কোনো সমস্যা নাই। ৭২ দলের মধ্য হতে প্রথম কাতারে থাকতে চাইলে, জান্নাত পেতে চাইলে আপনাকে জামায়াতে ইসলাম করতে হবে। এর মধ্যে আর দ্বিতীয় কোনো অপশন নাই।” - ব্যারিস্টার শাহরিয়ার কবির (জামায়াতের দলীয় অনুষ্ঠানে)

১০. “জামায়াতে ইসলামীকে ১টা ভোট দিলে আপনি ১৮ কোটি মানুষের নামাজের সোয়াব পাবেন।” “নবীজি সাংবাদিক ছিলেন।” “জামায়াতে ভোট দিলে বেহেশত নিশ্চিত।” -জামায়াতি বক্তা আমির হামজা। কুষ্টিয়া-৩ আসনে প্রার্থী।)

১১. “নামায, রোযা, হজ, যাকাত, কালেমার চাইতে রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচন করা সব ফরজের বড় ফরজ।” -ইকবাল হোসেন। (পাবনা-৫ আসনে প্রার্থী)

১২. “নবীজি ফরজ রোযা কাজা করে মক্কা বিজয় করেছেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন কাফনের কাপড় পরে মিছিল করেছেন। তিনি ফরজ রোযা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কুরআনের সমাজ কায়েমের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তিনি মদীনায়ে গিয়ে ইহুদীদের সাথে চারদলীয় জোট করেছেন। সেই নবীর উম্মতরা এখন বলে, রাজনীতির সাথে কুরআনের সম্পর্ক নাই। এদের ডিজিটাল পাগল ছাড়া আর কী রকম পাগল বললে আপনারা খুশি হবেন, তা আমার বুঝে আসে না।” - মাওলানা নুরুল আমিন (সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী, রংপুর, পীরগঞ্জ)

১৩. “বিড়িতে সুখ টান দিয়ে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাইলে আল্লাহ মাফ করবেন।” -ড. ফয়জুল হক (বালকাঠি-১ আসনে প্রার্থী)

১৪. “ইসলাম গ্রহণ করার আগে উমর (রা.) কী ছিল? সবচেয়ে জঘন্য মানুষ ছিল, পশু ছিল। এক নারী যখন তাকে দেখলো সে থরথর করে কাঁপতে শুরু

করেছে। নিজের ইজ্জত বাঁচাতে গহনাদী দিয়ে নিস্তার পেতে চাইছে।” - শফিকুল ইসলাম মাসুদ (সেক্রেটারী, জামায়াত ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ। (১১ আগস্ট ২০২৫ ই সোমবার পটুয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমী।)

১৫. এই পৃথিবীতে একজন মহিলাই আব্বাহর সালাম পেয়েছেন। তিনি হলেন হযরত খাদিজা রা.। অথচ তিনি জীবনে এক ওয়াক্ত নামায পড়েননি। একটা রোযাও রাখেননি। জীবনে এক দিনের জন্যেও পর্দায় থাকেননি। আমি তার গোটা জীবনী পড়েছি। তিনি হজ করেননি। যাকাতও দেননি। বক্তা আমির হামজা। (কুষ্টিয়া-৩ আসনে প্রার্থী)

১৬. “বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি লিবারাল, পলিটিক্যাল, ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশন। যদিও নামটি জামায়াতে ইসলামী।” - মতিউর রহমান আকন্দ। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

১৭. “এদেশের সকল শক্তিই এ বিষয়ে একটি একমত যে, জামায়াতি ইজ এ মডারেট ইসলামিক অর্গানাইজেশন। ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশন। জামায়াতের একটিভিটিকে যখন তারা ফলো করেছে, জামায়াতের ডেমোক্রেটিক পার্টিসিপেশনকে যখন তারা বিবেচনা করেছে তখন তারা কনভিন্সড হয়েছে সকলেই যে জামায়াত একটি মডারেট, ডেমোক্রেটিক ইসলামী দল। আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে প্রতি সপ্তাহে একাধিক এম্বাসেডাররা আমাদের অফিসে আসছে অথবা আমরা তাদের দাওয়াতে সেখানে যাচ্ছি ইনক্লুডিং ইউরোপ, আমেরিকা, ইস্ট-ওয়েস্ট সবখানে। এমনকি ভারতও জানে যে জামায়াত টেররিস্ট অর্গানাইজেশন নয়। ভারতও জানে জামায়াত ইজ এ মডারেট অর্গানাইজেশন। আমরা আশাকরি ইন্ডিয়া তার ভুল বুঝবে এবং জামায়াতের যে সঠিক অবস্থান সেটা অনুভব-অনুধাবন করবে এবং বাংলাদেশের সকল দলের সাথে একটা ওয়ার্কিং রিলেশন ইন্ডিয়া তৈরী করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।” -ডা. আবদুল্লাহ মো. তাহের, চ্যানেল আইকে দেয়া সাক্ষাৎকার।)

শেষকথা :

বর্তমান জামাতে ইসলামীর সাথে আমাদের অন্যতম ও মৌলিক একটি দ্বন্দ্ব হচ্ছে— তাদের বর্তমান নেতৃবৃন্দ জামায়াতে ইসলামীকে পাশ্চাত্যের কুফুরী আক্বীদা ও চিন্তাধারার “লিবারাল, মডারেট, ডেমোক্রেট” দলে পরিণত করার

জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছেন। যা কোনোভাবেই ইসলামী আকীদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং প্রকাশ্য সাংঘর্ষিক। একজন মানুষ একইভাবে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করবে আবার পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, লিবারেলিজম, মডারেট ফিতনাকেও গ্রহণ করবে, এটা হতে পারে না। কেউ যদি এমনটি করাকে ইসলাম জ্ঞান করে, তাহলে সে আর নির্মল ও বিশুদ্ধ ইসলামে থাকতে পারে না; বরং সে নেফাক ও ইরতেদাদের পথে চলতে থাকবে।

মুসলিম নামধারী কেউ যদি বলে যে, বর্তমানে আমাদেরকে ইসলাম কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক মতবাদকে গ্রহণ করতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা করতে হবে, তার মানে সে বলতে চাচ্ছে- আবরাহাম লিংকন এর আবিষ্কার করা কুফুরী গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম কায়েম করতে হবে। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর অবতীর্ণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ নয় -নাউযুবিল্লাহ। এর দ্বারা সে মূলত ইসলামকে বাস্তবিক অর্থে অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ বলে মনে করলো, যা পবিত্র কুরআনের অমোঘ ঘোষণা- “আজ আমি তোমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতরাজিকে পরিপূর্ণ করে দিলাম” (সূরা মায়দা ৫, আয়াত ৩) - কে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এমনটি করলে পরিণামে সে মুদাহানাত ও মুরতাদের কাতারে শামিল হবে।

পাশ্চাত্যের লিবারেলিজম, ডেমোক্রেসি ও মডারেট ফিতনা সম্পর্কে লিখতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এ বিষয়ে বর্তমানে স্বতন্ত্র অনেক বই ও লেখাই আছে আলহামদুলিল্লাহ, যা সত্য গ্রহণে আগ্রহীদের হৃদয়ের দরজা খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইউরোপ-আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের কুফুরী সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য বর্তমান জামায়াতে ইসলামী একটি একটি করে ইসলামের অনেক মূলনীতি বর্জন করেছে এবং নতুন নতুন কুফুরীচিন্তা গ্রহণ করেছে। তারা তাদের দলের মনোগ্রাম থেকে "أُقيِّمُوا الدِّينَ" (তোমরা দ্বীন কায়েম করো) শ্লোগানকে বাদ দিয়েছে। তাদের গঠনতন্ত্র থেকে “আল্লাহর আইন চাই” কথাটি বাদ দিয়েছে। আর যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চায়, যারা মানবরচিত কুফুরী মতবাদ গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই বিশাল তাওহীদপন্থী উলামা-জনতাকে জঙ্গি ও না-মানুষ বানিয়ে হত্যাযোগ্য করে তোলার জন্য অব্যাহতভাবে দলের নেতা-কর্মীদের দিয়ে ন্যারেটিভ তৈরি করে যাচ্ছে।

আমেরিকা-ইউরোপের সাদা বাবুদের কাছে বিচার দিচ্ছে। দেখো, আমরাই একমাত্র তোমাদের গণতন্ত্র এই দেশে প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ, সম্প্রসারণের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আর এই কতিপয় লোকজন গণতন্ত্র বিরোধী, উগ্রবাদী, জঙ্গি; তাদেরকে দমনের জন্য তোমরা আমাদেরকে সমর্থন দাও, সহযোগিতা করো। যুগে যুগে জামায়াতে ইসলামী এভাবে অসংখ্যবার ভুল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তিতে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে, ২০২৪ সালের বিপ্লব পরবর্তী ভূমিকায় এবং বর্তমানেও।

এই অবস্থান থেকে যদি তারা ফিরে না আসে তাহলে সামনে তারা আরো কঠিন ও করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। আওয়ামী জুলুমের ১৫ বছর তাদের উপর অত্যাচারের কারণে মানুষের মনে তাদের জন্য যেই সহানুভূতি তৈরী হয়েছিলো, গত ২ বছরে তাদের আত্মসত্ত্বা ও হঠকারী কর্মকাণ্ডে তার অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। দিন দিন জামায়াত বন্ধুহীন হয়ে যাচ্ছে। যেই বিশাল ইসলামী জনতা, উলামায়ে কিরাম তাদের সহমর্মী ও সহযোগী হতো তাদেরকেই তারা মওদুদী সাহেবের ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ আকীদা ও চিন্তাধারা আঁকড়ে থাকার কারণে এবং পাশ্চাত্যবাদীদের তোষামোদ করে শত্রুতে পরিণত করে যাচ্ছে।

তবে আমরা এখনো তাদের কল্যাণকামী। আমরা এখনো চাই, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের স্বার্থে মওদুদী সাহেবের বিকৃত চিন্তা ও ভ্রান্ত আকীদা বর্জনের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে উলামায়ে কিরামের সাথে কৃত বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক। পাশ্চাত্যের মানবরচিত গণতন্ত্র নামক কুফুরী মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে দ্বীন কায়েমের জন্য কুরআন, সুন্নাহ তথা নববী মানহাজ অবলম্বন করে ঘুরে দাঁড়াক। এক্ষেত্রে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে জামায়াত যদি দলগতভাবে অতীতের মতো আবারও একইভাবে ঐতিহাসিক ভুল করে, নিজেদের গোড়ামীর উপর অটল থাকে, তবে তাদের মধ্যকার সত্য সন্ধানী নবীন-তরুণরা কিন্তু বসে থাকবে না। তারা অবশ্যই তাদেরকে বর্জন করে প্রকৃত হক কাফেলায় এসে ঐক্যবদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যেই পৃথিবীর নানান প্রান্তে মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর ইসলামের বিজয় নিশানা ও কালিমার পতাকা উড়ছে। ইসলাম বিজয়ী হিসেবে দিকে দিকে আবির্ভূত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। কুরআনের

শাসন, ইসলামী শারীয়া রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন হবে। ফিরে আসবে মুসলিমদের সেই সোনালী অতীত। দ্বীন বিজয়ের এই কাফেলায় থাকতে চাইলে অবশ্যই ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশ্বাস ধারণ করতে হবে।

সেই মহান লক্ষ্যে ভারত উপমহাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে কিরামের তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ দলিলভিত্তিক রচনাবলী সম্বলিত, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উর্দু কিতাব-
مودودی صاحب اور اُن کی تحریرات کے متعلق چند اہم مضامین
আমার শায়খ, উস্তাযুল আসাতিজা, আমীরে হেফাজত আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী দা. বা. এর নির্দেশ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞ অনুবাদক, অভিজ্ঞ সম্পাদক, নীরক্ষকদের সহযোগিতায় খান প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করে সম্মানিত পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো, আলহামদুলিল্লাহ।

আশা করি বিজ্ঞ পাঠক মহল এই দলটির বিভ্রান্তিকর আক্বীদা বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেদের ঈমান আমলকে হেফাজত করতে সচেতন হবেন এবং তারাও তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো দলীয়ভাবে সংশোধন করে নিতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

যারা নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এ বইয়ের অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং বইটিকে ক্রটিমুক্ত করতে সাহায্য করেছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের এই খেদমতকে কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী বইটিকে নির্ভুল ও ক্রটিমুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল-ক্রটি পরিলক্ষিত হলে তা সরাসরি আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে বোঝার ও আমল করার সেই তাওফীক দিন। আমীন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

প্রকাশক, খান প্রকাশনী।

মোবাইল : ০১৭০৫০৬০০৭৭

২৯/০৭/২০২৬

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ.

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সম্মানিত রাসূলের উপর দরুদ পাঠ করছি।

এই সংকলনটি মূলত শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী, মুহাজিরে মাদানী দামাত বারাকাতুল্লমের ‘ফেতনায়ে মওদুদিয়াত’ এবং করাচীর মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. এর ‘মওদুদী সাহেব, আকাবির কি নজর মেন্’—এই দু’টি কিতাবের সমন্বয়ে তৈরী। ইতঃপূর্বে কিতাব দু’টি পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এবার হযরত শায়খুল হাদীসের নির্দেশে উভয়টিকে একত্রে প্রকাশ করা হচ্ছে। উল্লেখিত রিসালা দু’টির শেষে হযরত শায়খুল হাদীস দামাত বারাকাতুল্লমের একটি মূল্যবান পত্র সংযোজন করা হয়েছে।

হিন্দুস্তান থেকে এক ব্যক্তি তাবলীগ জামায়াত এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্মপন্থা সম্পর্কে কিছু কথা লিখেছিলেন। তিনি কয়েকটি কারণে জামায়াতে ইসলামীকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। যেমন, তাঁর মতে, তারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াত দেয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও সজাগ থাকে। হযরত শায়খুল হাদীস রহ. তাকে যে উত্তরটি লিখেছিলেন, তার অনুলিপিই এই সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব সৈয়দ আবুল আলা মওদুদীর চিন্তা ও দর্শন তাঁর বিপুলসংখ্যক রচনাবলিতে ছড়িয়ে আছে। যেহেতু তিনি নিছক একজন লেখক নন, বরং একটি দলের প্রতিষ্ঠাতাও; সেহেতু তাঁর বইপত্র প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হতে থাকে। আর জামায়াতে ইসলামীর লোকজনও চরম অধ্যবসায় ও মেহনতের মাধ্যমে মওদুদী সাহেবের বইপত্র এবং তাঁর চিন্তা, দর্শন ও লেখনীকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকেন। বস্তুত এই দলে যোগদানের আহ্বান জানানো আর মওদুদী সাহেবের ধ্যানধারণার দিকে আহ্বান জানানো—উভয়টি সমার্থক। তাঁরা সাধারণ মানুষকে প্রবোধ দিতে এবং নিজেদের দলে ভেড়াতে একথা বলে থাকেন যে, জামায়াত এবং মওদুদী সাহেব দু’টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাঁদের মতে, জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের জন্য মওদুদী সাহেবের সমস্ত চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি একমত হওয়া জরুরী নয়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, যে ব্যক্তির রচিত সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে একটি দলের জন্ম হয়েছে এবং যিনি সেই দলের প্রতিষ্ঠাতা ও মূল চালিকাশক্তি; কার্যত সেই দলের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি তাঁর চিন্তা-চেতনার বিরোধিতা করতে পারে না। এটি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ যে, গোটা জামায়াত মওদুদী সাহেবের মানসিক দাসত্বে বন্দী।

উলামায়ে কেরামের সামনে যখন জনাব মওদুদী সাহেবের লেখনী ও রচনাবলি উপস্থাপিত হলো এবং তাঁরা এর বিষয়বস্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেন, তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে বিদ্যমান আপত্তিকর বিষয়গুলোকে তাঁরা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করলেন। কিন্তু জনাব মওদুদী সাহেব সেসবে আদৌ কর্ণপাত করেননি।

স্বয়ং মওদুদী সাহেব এবং তাঁর দল এই আপত্তিকর বিষয়গুলো থেকে ফিরে আসাকে অযৌক্তিক মনে করেন। তাঁদের কাছ থেকে তো সত্য গ্রহণের কোনো আশাও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু উম্মাতের সামনে সত্য স্পষ্ট করে দেওয়া উলামায়ে কেরামের জিম্মাদারী, যার কারণে তাঁরা সর্বদা কলম ধরে থাকেন।

এই সংকলনের শেষে ওইসব কিতাবের একটি তালিকাও যুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো মওদুদী সাহেবের চিন্তাধারার খণ্ডনে কিংবা তাঁর জামায়াতের স্বরূপ উন্মোচনে রচিত হয়েছে। কিতাবের সংখ্যা অনেক এবং সবগুলোর নাম একত্র করা অত্যন্ত কঠিন। আমরা শুধু সেই কিতাবগুলোর তালিকাই পেশ করছি, যা বিশেষ সতর্কতার সাথে প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে জনাব মাওলানা আবুল হাসান আলি মিয়া নদভী, জনাব মাওলানা মানজুর নোমানী, মাওলানা আবদুর রহীম আশরাফ, জনাব মওদুদিয়াত খান, জনাব শামসুল হাসান সিদ্দিকী, লাহোরের ডা. ইসরার আহমদ এবং শ্রীনগরের হাকীম আবদুল্লাহ সাহেবের রচনাবলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ, এই ব্যক্তিবর্গ কেবল জামায়াতে ইসলামীর শক্তিশালী রুকন বা প্রথম সারির দায়ীই ছিলেন না, বরং তাঁদের কেউ কেউ জামায়াতের প্রতিষ্ঠালগ্নেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা কেন জামায়াত থেকে পদত্যাগ করেছেন, তার কারণগুলো বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। যেহেতু তাঁরা ঘরের ভেতরের মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদের সাক্ষ্য অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। জামায়াতে ইসলামীর বন্ধুরা কোনো কথা শুনতেই প্রস্তুত হন না। তবে উলামায়ে কেরামের পর্যালোচনা, সমালোচনামূলক লেখা এবং দলের সাবেক সদস্যদের প্রবন্ধাবলি সত্যসন্ধানীদের জন্য অবশ্যই আলোর দিশারি হিসেবে কাজ করবে।

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অর্থ : “আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।” (সূরা বাকারা ২, আয়াত ২১৩)

আজকাল জামায়াতে ইসলামীর বন্ধুরা নতুন একটি কথা তুলেছেন যে, জনাব মওদুদীর রচনাবলির বিরুদ্ধে কিছু প্রকাশ করা মানে হলো মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানো। আমরা এর জবাবে বিনীতভাবে বলতে চাই—অবিভক্ত হিন্দুস্তানে মুসলমানরা বেশ ঐক্যবদ্ধভাবেই বসবাস করছিল। স্বয়ং মওদুদী সাহেবই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বিভেদের বীজ বপন করেছেন এবং সেটিকে পল্লবিত করে মুসলমানদের মাঝে একটি নতুন ফেরকার জন্ম দিয়েছেন।

মওদুদী সাহেব তো এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন তাঁর দলের যেসব মানুষ ঐক্যের ধ্বজাধারী হতে চান, তাঁদের উচিত প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেওয়া যে—মওদুদী সাহেব জমহুর আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে যা কিছু লিখেছেন এবং আশ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও মুজাদ্দিদিনে উম্মত রাহিমাহুমুল্লাহর শানে যেসব অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁরা যদি এটুকু সাহস দেখাতে পারেন, তবে আজই মুসলমানদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

অধিকন্তু জামায়াতের বন্ধুরা যে বলে থাকেন, ‘মওদুদী সাহেবের স্বভা এবং জামায়াতে ইসলামী সম্পূর্ণ আলাদা দু’টি বিষয়’ —উপর্যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে অন্তত এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, তাঁদের এই দাবিটি খোদ তাঁদের কাছে হলেও সত্য। এ কথাও স্পষ্টভাবে মনে রাখা জরুরী যে, বাতিলের সাথে ঐক্য কখনো প্রশংসনীয় হতে পারে না। কেবল সত্যের খাতিরে এবং সত্যের সাথে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটিই প্রশংসনীয়।

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ لِلْسَّدَادِ وَالرَّشَادِ.

অর্থ : “আর আল্লাহই সঠিক ও সরল পথের তাওফীকদাতা।”

আহকার মুহাম্মাদ ইকবাল হোশিয়ারপুরী

বর্তমানে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত

(খাদেম, হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব রহ.)

আকাবির উম্মতের দৃষ্টিতে মওদুদী সাহেব : কিছু সত্য ও অন্তর্দৃষ্টি
সংকলনে : হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ.

অর্থ : দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সম্মানিত রাসূলের ওপর দরুদ পাঠ করছি।

(বাইয়াত : হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. এবং খাদেমে খাস : হযরত মাওলানা আবদুল গনী রাহিমাহুল্লাহ)। যিনি হযরত হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বিশিষ্ট খলিফাদের মধ্য থেকে একজন।

অভিমত

মুহাদ্দিসুল আসর, আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ.।

(প্রতিষ্ঠাতা, মাদরাসা আরাবীয়া নিউ টাউন, করাচী; সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবীয়া এবং মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত পাকিস্তান।)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ : “অসীম দয়াময় ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।”

আমার অত্যন্ত স্নেহের ও শ্রদ্ধের ভাই মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. কর্তৃক সংকলিত ‘আকাবিরে উম্মত আওর মওদুদী সাহেব’ পুস্তিকাটি দেখলাম। দেখে অন্তরটা প্রশান্ত হলো। এর কারণ হলো, বর্তমান এই ফেতনাসংকুল যুগে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হলো মানুষের ঈমান হারানোর শঙ্কা তৈরি হওয়া। আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খেদমত হলো এ ধরনের ফেতনা থেকে উম্মতকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

মওদুদী সাহেবের প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং রচনাবলিতে এমন সব ভয়ংকর উপাদান ও বিপজ্জনক ব্যাখ্যা বিদ্যমান, যার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী নয়—এমন আধুনিক শিক্ষিত প্রজন্ম কেবল পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহিতেই নিপতিত হবে না, বরং তারা সুস্পষ্ট কুফরের শিকার হতে পারে। বর্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় আকাবির উলামায়ে কেরামের সুচিন্তিত অভিমত উম্মতের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করা হয়েছে।

অধিকাংশ আকাবিরের এই অভিমতগুলো সেই সময়ের- যখন মওদুদী সাহেবের ‘তফহীমুল কুরআন’ এবং ‘খেলাফত ও রাজতন্ত্র’-এর মতো কিতাবগুলো আলোর মুখ দেখেনি। বরং তাঁর শুরুর দিকের গুটিকয়েক প্রবন্ধ ও রচনাবলি দেখেই আকাবিরগণ নিজেদের ঈমানী নূর ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এই ফেতনার সুদূরপ্রসারী ভয়াবহ পরিণতি আঁচ করতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী সময়ের এসব বইপত্র যদি তাঁদের সামনে আসত, তাহলে হয়তো তাঁরা আরও দ্ব্যর্থহীন ও কঠোর ভাষায় নিজেদের রায় ব্যক্ত করতেন। যাই হোক, আকাবিরদের অভিমতের এই সংকলন প্রকাশ করা সময়ের এক অপরিহার্য দাবি ছিল, যা সংকলক মহোদয় সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই মেহনতকে কবুল করুন এবং উম্মতকে সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা ও পথচ্যুতি থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

আমার একান্ত চাওয়া—আল্লাহ তাআলা যেন মওদুদী সাহেবকে এই তাওফীক দান করেন যে, তিনি যেন এসব বিভ্রান্তি থেকে পরিষ্কারভাবে তাওবা করে সত্যের ঘোষণা দেন। তিনি যেন নিজ কলমেই নিজের ফিরে আসার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর শেষ পরিণতি কল্যাণময় হয় এবং আগামী প্রজন্মও তাঁর রচনাবলি পড়ে নতুন করে কোনো গোমরাহিতে নিপতিত না হয়।

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ.

অর্থ : “যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার ওপর ওই কাজের গুনাহ বর্তাবে এবং তার পর যারা ওই কাজ করবে, তাদেরও গুনাহ তার আমলনামায় যুক্ত হবে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৭)

যেন তিনি হাদীসে নববীর এই ভয়াবহ পরিণতি ও চরম ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। আর ‘তাওয়াসি বিল হাক্ক’ বা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেওয়ার মূল দাবিও এটিই। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে সঠিক বুঝ এবং নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ ইউসুফ বিমুরী (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন)।

রবিবার, ৯ শাবান ১৩৯৪ | ৭ আগস্ট ১৯৭৬

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ.

অর্থ : “অসীম দয়াময় ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সম্মানিত রাসূলের ওপর দরুদ পাঠ করছি।”

হামদ ও সালাতের পর অধম মুহাম্মাদ আখতার (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) আরজ করছে যে, জামায়াতে ইসলামীর জাতীয় সেবামূলক কাজগুলোর প্রশংসা করে অনেক বন্ধু আমার কাছে জানতে চাইতেন—এ ব্যাপারে আকাবির উম্মতের দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং আমাদের করণীয় কী? উম্মতের এই পেরেশানি ও দ্বিধা দূর করার উদ্দেশ্যেই আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা জাগ্রত হলো যে, আকাবির উম্মত—যাঁরা দ্বীনি ইলমের নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ এবং উম্মতের বৃহত্তর অংশ (সাওয়াদে আজম) যাঁদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরও তাঁদের সুচিন্তিত মত ও ফতোয়ার ওপর আস্থা রেখেছে—তাঁদের অভিমতগুলোকে একটি পুস্তিকা আকারে মলাটবদ্ধ করা হোক। যাতে করে প্রতিটি সত্যসন্ধানী, প্রশ্নকারী কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এই জামায়াতের সাথে যুক্ত হওয়া, তাদের সহযোগিতা করা অথবা তারা সঠিক পথে আছে কি নেই—সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা আপন দয়ায় এই ছোট পুস্তিকাটিকে উম্মতের জন্য উপকারী ও হেদায়েতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আখতার (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অভিমত

জামায়াতে ইসলামী এবং মওদুদী সাহেব সম্পর্কে জনৈক প্রশ্নকারীর উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন—“এই দলটি পথভ্রষ্ট।” তাদের আকীদা-বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং কুরআন-সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

দ্বিতীয় একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন- “এই দলের সাথে মিলে কাজ করা বা তাদের সহযোগিতা করা কিছুতেই বৈধ নয়।” এই দলটির যাবতীয় প্রচেষ্টা প্রকৃত ইসলামের জন্য নয়, বরং মওদুদী সাহেব এক তথাকথিত নতুন ইসলামের জন্য নিবেদিত। এরা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দিতে এবং নিজেদের দলে ভেড়ানোর স্বার্থে ইসলাম ও দ্বীনের নাম ব্যবহার করে।

অজ্ঞ মানুষ ভাবে যে, এরা বোধ হয় প্রকৃত দ্বীনদার। অথচ তাদের পত্রিকা ও বইপত্রে দ্বীনের আবরণে এমন সব ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যবাদের কথা লুকিয়ে আছে, যা ভাসা-ভাসা দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন এবং সাড়ে তেরো শ বছর ধরে উম্মতে মুহাম্মাদী যার ওপর আমল করে আসছে, একজন মানুষ ধীরে ধীরে সেই প্রকৃত ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

আপনাদের কাছে আমার প্রত্যাশা হলো, মুসলমানদের এই ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য আপনারা নীরবতা, অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করবেন না। বরং কবির ভাষায়—

درختی که اکنون گرفت است پائے

به نیر و شعله بر آید زجائے

অর্থ : “যে চারাগাছটি সবেমাত্র শেকড় গেড়েছে, একজনের সামান্য চেষ্টাতেই তা উপড়ে ফেলা যায়।”

সুতরাং, এই ফেতনা দমনে আপনাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।”

হুসাইন আহমদ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)

২১ জুমাদাস সানী, ১৩৭০ হিজরী।

দারুল উলুম দেওবন্দ

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. এর সুচিন্তিত অভিমত

হযরত মাওলানা হাম্মাদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, কেউ একজন হযরত খানভী রহ. কে মওদুদী সাহেবের ‘তরজুমানুল কুরআন’ পত্রিকা পড়তে দিয়েছিলেন। তিনি মাত্র কয়েকটি লাইন পড়েই মন্তব্য করলেন, “তিনি কথাগুলোকে ময়লার সাথে মিশিয়ে উপস্থাপন করেন।” এরপর তিনি বললেন, “বাতিলপন্থিদের কথাবার্তা এমনই হয়ে থাকে।” এ কথা বলে তিনি পত্রিকাটি বন্ধ করে রেখে দিলেন। এছাড়া ‘খাতেমাতুস সাওয়ানেহ’-এ উল্লেখ আছে যে, হযরত খানভী রহ. বলেছিলেন, “আমার দিল এই আন্দোলনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।” (সূত্র : তরজুমানুল ইসলাম, লাহোর। ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৭)।

হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী রহ. এর অভিমত

মওদুদী জামায়াতের প্রধান মৌলবী আবুল আলা মওদুদীকে আমি চিনি। তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য আলেমের ছাত্র বা ফয়জপ্রাপ্ত নন। অধ্যয়নের পরিধি অনুযায়ী তাঁর দৃষ্টি প্রশস্ত হলেও তাঁর দ্বীনি রুচি অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর মাঝে ইজতিহাদের প্রবণতা প্রবল এবং এ কারণেই তাঁর লেখায় ইসলামের বড় বড় আলেম, এমনকি সাহাবায়ে কেরামের ওপরও আপত্তিকর মন্তব্য পাওয়া যায়। তাই মুসলমানদের উচিত এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকা এবং তাদের সাথে মেলামেশা, সম্পর্ক ও ঐক্য স্থাপন না করা। তাঁদের প্রবন্ধগুলো বাহ্যিকভাবে বেশ আকর্ষণীয় ও ভালো মনে হলেও, সেগুলোর ভেতরে এমন কিছু কথা থাকে যা ধীরে ধীরে মনে গেঁথে যায়; যা মানুষকে স্বাধীনচেতা করে তোলে এবং ইসলামের মনীষীদের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে।

(মুফতী) মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন)

দিল্লি।

(সূত্র : মাকতুবে হেদায়েত, পৃষ্ঠা : ১০।

প্রকাশক : কুতুবখানা এজাজিয়া, দেওবন্দ)।

মওদুদী জামায়াত এবং তার রচনাবলি সম্পর্কে হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. এর ২০ বছর আগের একটি পত্র (১৬ ফিলহজ ১৩৭৬ হিজরী)

(প্রাপক : হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ., নাজিম- মজলিসে
ইশাআতুল হক, করাচী)।

সম্মানিত হাকীম সাহেব, আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। মাসনুন সালামের
পর, আপনার মূল্যবান পত্রটি পেয়েছি। মওদুদী জামায়াত এবং তাদের
রচনাবলি সম্পর্কে এই অধর্মের মতামত জানতে চেয়েছেন দেখে বিস্মিত
হলাম। কারণ, এই অধর্মের মতবিরোধের বিষয়টি ভারত ও পাকিস্তানে সূর্যের
আলোর মতোই স্পষ্ট। ১৯৫১ সালের ১৪ই আগস্ট জমিয়তের শীর্ষ উলামায়ে
কিরাম এবং দেওবন্দ ও মাজাহিরুল উলূমের আকাবিরগণ যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত
প্রকাশ করেছিলেন, তাতে আমারও স্বাক্ষর রয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের সারমর্ম
হলো-

“মওদুদী জামায়াত এবং তাদের রচনাবলির প্রভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে
হেদায়েতের ইমামদের অনুসরণের প্রতি অনীহা ও স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি
হয়; যা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং গোমরাহির কারণ। যেসব
আলেম বিষয়টিকে সাধারণ মনে করেন, সম্ভবতঃ এই জামায়াতের কর্মীদের
সাথে তাঁদের সেভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়নি, যার কারণে তাঁরা এর ভয়াবহ
ক্ষতির মাত্রাটা আঁচ করতে পারছেন না।”

যাই হোক, এই অধর্ম এই জামায়াতে যোগদান করা বা তাদের সাহিত্য পাঠ
করাকে মুসলমানদের জন্য চরম ক্ষতিকর বলে মনে করে।

ওয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ যাকারিয়া

মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুর। ১৬ ফিলহজ, ১৩৭৬ হিজরী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হযরত শায়খুল হাদীসের বিস্তারিত মতামত এবং তাঁর
পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনা ‘ফেতনায়ে মওদুদিয়াত’ কিতাবে দেখতে পারেন; যা
এই বিষয়ের ওপর তাঁর একটি যুগান্তকারী রচনা। এটি সাহারানপুর এবং
লাহোর, করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। (হযরত শায়খুল হাদীস সাহেবের মূল
পত্রটি মজলিসে ইশাআতুল হকের সংরক্ষণে রয়েছে।)

আকাবিরে দেওবন্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

১লা আগস্ট, ১৯৫১ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কার্যালয়, দিল্লিতে উলামায়ে কেরামের এক সভায় মওদুদিয়্যাতের ব্যাপারে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

“মওদুদী সাহেবের দল এবং জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্যের প্রভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে হেদায়েতের ইমামদের অনুসরণের প্রতি অনীহা ও স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হয়। এটি সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং গোমরাহীর কারণ। দ্বীনের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সাহাবায়ে কিরাম এবং সালাফে সালাহীনের সাথে যে গভীর আত্মিক বন্ধন থাকা আবশ্যিক, এই সাহিত্যের প্রভাবে তাতে ঘাটতি দেখা দেয়।

তাছাড়া, মওদুদী সাহেবের অনেক গবেষণাই ভুল। এই বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন ফেতনা, বরং বলা যায় দ্বীনেরই একটি অভিনব ও নতুন রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা নিশ্চিতভাবেই মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং, আমরা এসব বিষয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে ভুল ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করি এবং এর সাথে আমাদের সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি।”

সভায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর :

- হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী রহ.।
- শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.।
- হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তৈয়্যব রহ., মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ।
- হযরত মাওলানা আবদুল লতীফ, মুহতামিম, মাজাহিরুল উলুম, সাহারানপুর।
- হযরত মাওলানা যাকারিয়া, শায়খুল হাদীস, মাজাহিরুল উলুম, সাহারানপুর।
- হযরত মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলবী।
- হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ, মুফতী, মাজাহিরুল উলুম, সাহারানপুর।
- শায়খুল আদব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইজাজ আলী, দারুল উলুম দেওবন্দ।
- হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানবী।
- হযরত মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মাদ মিয়া, রচয়িতা- ‘শানদারে মাজি’।

(সূত্র : মাসিক দারুল উলুম, যিলকদ ১৩৭০ হিজরী এবং দৈনিক আল-জমিয়ত, দিল্লি, ৩রা আগস্ট, ১৯৫১ সাল)।

শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন

আহমদ মাদানী রহ. ইরশাদ করেন :

“এতক্ষণ আমরা মওদুদী সাহেব এবং তাঁর তথাকথিত দল ‘জামায়াতে ইসলামী’-এর মৌলিক ভুলগুলোর আলোচনা করেছি, যা চরম পর্যায়ের গোমরাহী। এখন আমরা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের সাথে তাঁর সুস্পষ্ট বিরোধিতার কথা উল্লেখ করব। এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, মওদুদী সাহেব কর্তৃক বারবার কুরআন ও সুন্নাহর কথা বলা নিছক একটি প্রতারণা। তিনি না পরিপূর্ণ কুরআন মানেন, না সুন্নাহ মানেন; বরং সালাফে সালাহীনের বিপরীতে তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্ম তৈরি করছেন এবং মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সেই পথেই জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন।” (মওদুদীর সংবিধান ও আকীদার স্বরূপ, পৃষ্ঠা-৪৬)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রহ.

এর বক্তব্য :

১৯৪৮ সালে মওদুদী সাহেব যখন কাশ্মীরের জিহাদ প্রসঙ্গে বলেন যে, “পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য স্বেচ্ছায় এতে অংশগ্রহণ করা কিছুতেই জায়েয নয়” -তখন আল্লামা উসমানী তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন :

“কিছু বন্ধু আমাকে ‘তরজুমানুল কুরআন’-এর সেই সংখ্যাটি দেখিয়েছেন, যেখানে আপনি জনৈক ব্যক্তির চিঠির উত্তরে কাশ্মীরের যুদ্ধ সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কাশ্মীরের যুদ্ধের এই নাজুক মুহূর্তে আপনার কলম থেকে এমন লেখা দেখে আমি যেমন বিস্মিত হয়েছি, তেমনি গভীরভাবে ব্যথিতও হয়েছি। কারণ, আমার মতে, এ ব্যাপারে আপনার চরম পদস্থলন হয়েছে, যার ফলে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।” (সূত্র : দৈনিক ইহসান, লাহোর। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)।

মাখদুমুল উলামা হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ রহ. এর অমীয়া বাণী

(খলিফা, হযরত থানভী এবং মুহতামিম, খায়রুল মাদারিস, মুলতান)।

“মওদুদী এবং তার অনুসারীদের কিছু মতবাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা সালাফে সালাহীনের অনুসরণে অবিশ্বাসী। তাই অধম তাদেরকে ধর্মত্যাগী (মুলহিদ) মনে করে।”